40

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 02 APR 1994 ...
পৃষ্ঠা 8 কলাম ... ৩ ...

শিক্ষাঙ্গনে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগ বনাম বাংলা

"আরবী" হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম বিষয়। মাদ্রাসা অঙ্গনের ছাত্র-ছাত্রীরা আরবী ভাষা ও সাহিত্যে উচ্চ শিক্ষা লাভের আশায় এ বিভাগে ভর্তি হয়। ভর্তির হওয়ার পর অনেকে এ বিভাগের শিক্ষা পদ্ধতি দেখে হতাশ হয়। আরবী ভাষায় পারদর্শী হওয়াতো দূরের কথা বরং যা শিখে আসে তা ধরে রাখতেও কষ্ট হয়। পরীক্ষায় প্রশ্নের উত্তর বাংলা অথবা আরবী যে কোন ভাষায় লেখার অনুমতি রয়েছে। ফলে দু'চারজন ব্যতীত সকলেই বাংলায় উত্তর লিখে থাকে। এতে মার্কের তেমন ব্যবধান হয় না। দেখা যায় প্রত্যেক ব্যাচে যারা প্রথম বিভাগ পায় তাদের অধিকাংশই বাংলায় উত্তর লিখে থাকে। ক্লাসে শিক্ষক মহোদয়গণের বক্তব্যে বাংলাই প্রাধান্য পেয়ে থাকে। একজন ছাত্র এ বিভাগ থেকে প্রথম বিভাগে অনার্স ও এমএ পাস করেও আরবীতে একটা রচনা লিখতে পারে না এমন নজির রয়েছে ভূরি ভূরি।

অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগ বাংলা সর্বস্ব হয়ে পড়েছে। উচিত ছিল দেশের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগ থেকে যারা প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হবে তারা হবে আরবীতে পারদর্শী। আর যারা এ বিভাগ থেকে উত্তীর্ণ হবে সামগ্রিকভাবে আরবী ভাষায় তাদের ভাল যোগ্যতা থাকবে। কিন্তু শিক্ষা পদ্ধতির কারণে ব্যাপারটি ঘটেছে তার উল্টো। ফলে এ বিভাগ সম্পর্কে ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবক মহলের সংশয় ও হতাশা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ বিভাগে শিক্ষার নিম্নমানের কারণে ছাত্ররা 'আরবী'-এর ছাত্র হিসেবে পরিচয় দিতে গৌরব বোধ করে না।

অভিজ্ঞ মহল মনে করেন, আরবী বিভাগের শিক্ষা পদ্ধতিকে পুনর্বিন্যাস করা প্রয়োজন। এজন্যে কয়েকটি পদক্ষপ গ্রহণ করা যেতে পারে, যেমন— মাতৃভাষায় উত্তর দেয়ার সুযোগ সীমিত করে আরবী ভাষায় উত্তর লেখা বাধ্যতামূলক করা। ক্লাশে শিক্ষক মহোদয়গণের বক্তব্যে আরবীকে প্রাধান্য দেয়া, ছাত্র-ছাত্রীদের আরবী চর্চার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা এবং আধুনিক আরবী ভাষার সাথে সমন্বয় সাধন করে যুগোপযোগী সিলেবাস প্রণয়ন করা ইত্যাদি।

অবশ্য অনেকের যুক্তি হচ্ছে আরবী বিভাগে এমন ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাই অধিক যারা ভাল আরবী জানে না। তাই আরবীতে উত্তর দান বাধ্যতামূলক করা হলে তারা সমস্যায় পড়ে যাবে এবং উত্তীর্ণ হওয়া কষ্টকর হবে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে তাকালেই আমরা এ প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবো। যেখানে কোরআন, হাদীস, দাওরাহ এবং আরবী সাহিত্যে আরবীতে উত্তর দেয়া বাধ্যতামূলক। অথচ সে বিভাগগুলোর ছাত্র সংখ্যার একটা অংশ এমন যাদের পক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় টিকা সম্ভব নয়। অথচ তারা সকলে আরবীতে উত্তর লিখে এবং মাস্টার্স শেষ হওয়া পর্যনত আরবী মুখস্থ করতে করতে ভাল যোগ্যতা তৈরী হয়ে যায়।

ফলে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের ছাত্রদের তুলনায় তারা অনেক অগ্রগামী। এবং আরবী ভাষায় ভাল যোগ্যতা অর্জন করে।

—নূরুল্যাহ সাঈদী,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।